গাংনীর ইকোপার্কে কৃষক লীগের উদ্দ্যোগে বৃক্ষরোপন কর্মসূচী

মেহেরপুর জেলার ইতিহাস বিজড়িত স্থান ভাটপাড়া ডিসি ইকো পার্কে ‘মুজিব বর্ষের আহব্বান তিনটি করে গাছ লাগান’ এই স্লোগান কে সামনে রেখে আজ শনিবার বিকেলে মেহেরপুর জেলা কৃষক লীগের উদ্দ্যোগে বৃক্ষরোপন কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয়।

বৃক্ষরোপন কর্মসূচীতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা কৃষক লীগের সাধারন সম্পাদক ওয়াসিম সাজ্জাদ লিখন।

তিনি জানান, মুজিব শতবার্ষিকি উপল্ক্ষ্যে মেহেরপুর জেলা ব্যাপি মসজিদ মাদ্রাসা, বাগান, রাস্তার পাশে, পার্কে সহ বিভিন্ন স্থানে এ পর্যন্ত ৫০,০০০ হাজার বৃক্ষ রোপন করতে সক্ষম হয়েছি। এবং মুজিব বর্ষতে আমাদের বৃক্ষরোপন কর্মসূচী কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। সেই সাথে ধন্যবাদ যারা আমার সাথে যারা বৃক্ষ রোপন কর্মসূচী গুলোকে সাফল্যে করতে সহযোগিতা করে আসছেন।

অনান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের ত্রাণ ও সমাজ কল্যান বিষয়ক সম্পাদক ও কাথুলী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানা, গংনী উপজেলা কৃষক লীগের সাধারন সম্পাদক আতিয়ার রহমান, মেহেরপুর জেলা পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান তৌহিদ মর্শেদ অতুল, গংনী উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি তৌহিদুল ইসলাম ও সাবেক সাধারন সম্পাদক বিপ্লব হোসেন সহ আওয়ামী লীগ, কৃষকলীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগ সহ সকল অঙ্গ সংগঠনের নেত্রী বৃন্দ।

এসময় ইউ পি চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানা তার বক্তব্য বলেন, গাছ লাগান পরিবেশ বাচান গাছ যেমন পরিবেশের ভারষম্য রক্ষা করেন তেমনি আরো বিভিন্ন ধরনের কাজে আসবাব পত্রের কাজে লেগে থাকে সেই লক্ষ্যে মুজিব শত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে তিনটি করে গাছ আমরা সকলে লাগাবো। সেই সাথে আমি কাথুলী ইউনিয়নের পক্ষ থেকে জন্ম শতবার্ষীকি উপলক্ষ্যে ১৮০০ চারা উপহার হিসেবে দিলাম।

এছাড়া আরো বক্তব্য রাখে মেহেরপুর জেলা পরিষদের প্যানেল সভাপতি তৌহিদুল ইসলাম, সাবেক সাধারন সম্পাদক বিপ্লব হোসেন সহ আরো

মাহবুবুল আলম হানিফ হতে যাচ্ছেন সভাপতি মণ্ডলীর সদস্য

!

শোকের মাসে আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা বড় ধরনের কোন সিদ্ধান্ত নেন না। স্বাভাবিকভাবে রুটিন কার্যক্রমগুলো চলে এবং সরকারের পক্ষ থেকেও বড় ধরণের কোন কর্মসূচি বা কর্মকাণ্ড গ্রহণ করা হয়না। শোকের মাস শেষে চলতি মাসে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বেশকিছু বড় ধরণের পদক্ষেপ নেবেন বলে সরকারের একাধিক দায়িত্বশীল সূত্র ইঙ্গিত করেছে এবং সেখানে সরকারে একটি বড় ধরণের পরিবর্তন আসতে যাচ্ছে বলেও আভাস পাওয়া গেছে।

আগামি কাল ১০ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নির্বাহী কমিটির সভা হওয়ার কথা রয়েছে। সেখানে এ ধরণের সিদ্ধান্ত নেওয়ার গুঞ্জন রয়েছে। পাশাপাশি দলীয় বেশ কিছু চমকপ্রদ সিদ্ধান্ত আসতেও পারে বলেও বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে।

মন্ত্রিসভার পাশাপাশি আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির শূন্যপদ পূরণের বিষয়ে আলোচনায় আছে। আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য মোহাম্মদ নাসিম, সাহারা খাতুন ও কেন্দ্রীয় সদস্য বদরুদ্দিন আহমেদ কামরান মারা যাওয়ায় তিনটি পদ শূন্য হয়েছে। এ ছাড়া আগে থেকেও আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটিতে আরও কিছু পদ শূন্য রয়েছে। যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল আলম হানিফকে সভাপতি মণ্ডলীর সদস্যসহ কয়েকজনকে এ পদে ও কেন্দ্রীয় কমিটিতে রাখা হতে পারে বলে গুঞ্জন চাউড় উঠেছে।

কয়েক মাস ধরে মন্ত্রিসভায় রদবদল হচ্ছে হচ্ছে করেও শেষ পর্যন্ত হয়নি। তবে এখন মন্ত্রিসভার রদবদলের বিষয়টি চূড়ান্ত হয়েছে বলেই আওয়ামী লীগের একাধিক দায়িত্বশীল সূত্র নিশ্চিত করেছে এবং শেষ পর্যন্ত এটা একটি বড় ধরণের রদবদলে রূপ নিতে পারে বলে একাধিক

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর গত বছর ৬ জানুয়ারি টানা তৃতীয়বারের মতো শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ৪৭ সদস্যের মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। যাদের মধ্যে ২৭ জনই প্রথমবারের মতো মন্ত্রিসভায় স্থান পান।

মন্ত্রিসভায় প্রথম পরিবর্তন হয় স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী মুরাদ হাসানকে চার মাসের মাথায় তথ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী করার মধ্য দিয়ে। এরপর ১২ জুলাই ইমরান আহমেদকে প্রতিমন্ত্রী থেকে প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের পূর্ণ মন্ত্রী এবং ফজিলাতুন নেসাকে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নতুন প্রতিমন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত করা হয়। সর্বশেষ গত ফেব্রুয়ারি মাসে গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিমকে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়। সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহমেদকে গণপূর্তের প্রতিমন্ত্রী করা হয়। মৎস্য প্রতিমন্ত্রী আশরাফ আলী খানকে সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী করা হয়।

উল্লেখ্য যে, সংবিধান অনুযায়ী মন্ত্রিসভার গঠন এবং এর রদবদল করার একক এখতিয়ার একমাত্র প্রধানমন্ত্রীর। প্রধানমন্ত্রী যখন বিবেচনা করবেন, তখনই তিনি মন্ত্রিসভায় রদবদল করতে বলবেন। তবে সাম্প্রতিক সময়ে আওয়ামী লীগের মধ্যে থেকেই মন্ত্রিসভার রদবদলের জন্যে এক ধরণের আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয়েছে এবং এই নিয়ে আওয়ামী লীগের মধ্যে গুঞ্জনও কম নেই।

কুষ্টিয়া শহর যুবলীগের আহবায়ক কমিটি বিলুপ্ত ঘোষণা

সাংগঠনিক নিষ্ক্রিয়তা ও সংগঠন বিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগে কুষ্টিয়া শহর যুবলীগের আহবায়ক কমিটি বিলুপ্ত ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের কেন্দ্রীয় কমিটি।

রবিবার বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আলহাজ্ব মো: মাইনুল হোসেন নিখিলের স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগ একটি সুসংগঠিত ও

সুশৃঙ্খল সংগঠন।

বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের চেয়ারম্যান শেখ ফজলে শামস্ পরশের নির্দেশে সাংগঠনিক নিষ্ক্রিয়তা ও সংগঠন বিরোধী কার্যকলাপে জড়িত থাকার কারণে কুষ্টিয়ার শহর শাখার যুবলীগের আহবায়ক কমিটি বিলুপ্ত ঘোষণা করা হলো।

উল্লেখ্য, গত ১৫ মে, ২০১৭ইং তারিখে কুষ্টিয়া শহর যুবলীগে আশরাফুজ্জামান সুজনকে আহবায়ক করে ২১ সদস্য বিশিষ্ট আহবায়ক কমিটির অনুমোদন দেয় বাংলাদেশ আওয়ামী যুব লীগের তৎকালীন চেয়ারম্যান মো: ওমর ফারুক চৌধুরী ও সাধারণ সম্পাদক হারুনুর রশীদ।

মেহেরপুর ১ আসনের সাবেক এমপি জয়নাল আবেদীন অসুস্থ

মেেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি ও সাবেক এমপি বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ্ব জয়নাল আবেদীন হৃদ জনিত কারনে অসুস্থ হয়ে ঢাকার একটি বেসরকারী আজগর আলী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন।

তিনি গতকাল শনিবার নিজ বাসায় হৃদরোগ জনিত কারণে অসুস্থ হলে দ্রুত তাকে এ্যাম্বুলেন্স যোগে ঢাকা ওয়ারীতে আজগর আলী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

বর্তমানে তিনি সেখানে চিকিৎসাধীন আছেন।

মেহেরপুর জেলা ফুটবল

এসোসিয়েশনের সভাপতি কেএম লাল মিয়া আর নেই

মেহেরপুরের বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা, মেহেরপুর জেলা ফুটবল এসোসিয়েশনের সভাপতি ও মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক সম্পাদক কে এম আতাউল হাকিম লাল মিয়া ইন্তেকাল করেছেন(ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

তিনি রবিবার সকালে তার নিজ বাসভবনে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল (৮৪)। তিনি স্ত্রী, ২ পুত্র, ৬ কন্যাসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

আজ বাদ আসর হোটেল বাজার জামে মসজিদে জানাজার নামাজ শেষে মেহেরপুর পৌর কবর স্থানে তাকে দাফন করা হবে। এর আগে পুলিশের একটি চৌকস দল তার প্রতি রাষ্ট্রীয় সম্মান জানাবেন।

কে এম আতাউল হাকিম লাল মিয়া মহান মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে ভারতে কুড়ুলগাছি ক্যাম্পে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। কে এম আতাউল হাকিম লালমিয়া জীবদ্দশায় মেহেরপুরের ক্রীড়াঙ্গন থেকে শুরু করে মুক্তিযোদ্ধা এবং তৃণমূল পর্যায়ে মানুষের সেবা করার জন্য বিভিন্নভাবে কাজ করেছেন।

তিনি মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক সম্পাদক, জেলা ক্রীড়া সংস্থার সদস্য সচিব, জেলা ফুটবল এসোসিয়েশনের সভাপতি, মেহেরপুর হোটেল বাজার জামে মসজিদের সহ-সভাপতি সহ বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন।

তার মৃত্যুতে বিভিন্ন ক্রীড়া সংগঠন, আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

শাসক নয় জনগনের সেবক হিসেবে কাজ করতে চাই… চেয়ারম্যান প্রার্থী মিরন

শাসক নয় জনগনের সেবক হিসেবে কাজ করতে চাই বলে মন্তব্য করেছেন জেলা পরিষদ সদস্য ইমতিয়াজ আহমেদ মিরন।

শনিবার বিকাল থেকে রাত্রী পর্যন্ত মেহেরপুর সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়নের বেশ কয়েকটি গ্রামে গণসংযোকালে নেতা কর্মী ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে তিনি এ মন্তব্য করেন।

তিনি বলেন, ছাত্রজীবনেই আওয়ামীলীগের রাজনীতির সাথে সক্রিয় থেকে দলের দুঃসময়ে রাজপথে থেকে সততা ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করেছি। প্রধানমন্ত্রীর উন্নয়ন কর্মকান্ড বিশ্বে এখন মডেল হিসেবে পরিচিতি পাচ্ছে। সেই অগ্রযাত্রায় আমিও অংশীদার হয়ে এলাকার উন্নয়ন ও জনগণের পাশে থেকে কাজ করে যাবো।

তিনি ভোটারদের উদ্দেশ্যে বলেন, আমি আপনাদের সেবা করার সুযোগ চাই। এ লক্ষে আগামী ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে সকলের দোয়া ও সমর্থন প্রার্থনা করি। উল্লেখ্য: আগামী এপ্রিল/মে মাসে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে পারে।

মেহেরপুরে ছাত্রলীগ নেতার বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির সমাপনী অনুষ্ঠান

মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মাসুদ রানার বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির সমাপনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার মেহেরপুর শহীদ ড.সামসুজ্জোহা পার্কে এ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

এর আগে পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন এর সহযোগিতায় ও মাসুদ রানার উদ্যোগে ৭ হাজার বৃক্ষরোপণের কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়। একই আজ শনিবার মেহেরপুর ও মুজিবনগর উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়ন ছাত্রলীগের নেতা কর্মীদের হাতে গাছের চারা তুলে দেওয়া হয়।

সমাপনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন, জেলা ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মাসুদ রানা। অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি আব্দুল বাসেত অভীক, মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি মোহাম্মদ সান, মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের উপ শিক্ষা ও পাঠচক্র বিষয়ক সম্পাদক হৃদয় খান, সাবেক মেহেরপুর সরকারি কলেজ শাখা ছাত্রলীগের উপ-প্রচার সম্পাদক ইয়াছিন আরাফাত ফাহিম, সাবেক শিক্ষা ও পাঠচক্র বিষয়ক সম্পাদক সাঈদ রানা, ছাত্রলীগ নেতা রাকিব, মান্না, শাকিল, সবুজ, আহানুর প্রমুখ।

চুয়াডাঙ্গায় আ’লীগকর্মীকে কুপিয়ে জখম

চুয়াডাঙ্গায় আলম হোসেন (৩৫) নামের এক আওয়ামী লীগকর্মীকে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে জখম করেছে দুর্বৃত্তরা।

শুক্রবার রাতে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে।

এর আগে সন্ধ্যায় জেলা শহরের বেলগাছি রেলগেটের অদূরে একটি চায়ের দোকানের সামনে এ ঘটনা ঘটে।

আহত আলম হোসেন শহরের বেলগাছি মুসলিমপাড়ার সুরুজ আলীর ছেলে এবং আওয়ামী লীগের কর্মী।

এদিকে, আলম হোসেনকে কুপিয়ে জখম করার ঘটনায় প্রতিবাদ জানিয়ে রাতেই বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীরা।

প্রত্যক্ষদর্শী বেলগাছি রেলগেট এলাকার একজন ব্যবসায়ী জানান,

সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে পাশের একটি চা দোকানে বসে ছিলেন আলম হোসেন। এ সময় একদল যুবক এসে সেখানেই তাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলোপাতাড়ি কোপাতে থাকে। উপর্যুপরি কুপিয়ে দুর্বৃত্তরা চলে যায়।

গুরুতর অবস্থায় উদ্ধার করে আলম হোসেনকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

হাসপাতাল সূত্রে জানা যায়, আলম হোসেনের হাত-পা, মাথাসহ শরীরের বিভিন্ন অংশে অসংখ্য কোপের চিহ্ন রয়েছে। রাতেই উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।

আলম হোসেনের স্বজনরা জানান, আলম হোসেন একজন দিনমজুর মানুষ। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কাজ করে সংসার চালান। বর্তমানে চুয়াডাঙ্গা বিএডিসি ফার্মে অস্থায়ী শ্রমিক হিসেবে কাজ করতেন তিনি।

কয়েক বছর আগেও একই এলাকায় আলম হোসেনকে কুপিয়ে জখম করেছিল সন্ত্রাসীরা। সেই ঘটনায় বেশ কয়েকজনকে আসামি করে থানায় মামলা করা হয়।

মেহেরপুরে জেলা কৃষকলীগের সভাপতি সড়ক দুর্ঘটনায় আহত

মেহেরপুর জেলা কৃষকলীগের সভাপতি মহাবুব উল আলম শান্তি সড়ক দুর্ঘটনায় গুরতর আহত হয়েছেন।
শুক্রবার বিকালে সদর উপজেলা পিরোজপুর উনিয়ন কৃষক লীগের নেতৃবৃন্দর সাথে বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচি শেষে বাড়ি ফেরার পথে তিনি দুর্ঘটনায় আহত হন। এতে তার বাম ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। বর্তমানে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।
তাঁকে উন্নত চিকিৎসার জন্য রাতেই ঢাকা পঙ্গু হাসপাতালে নেওয়ার কথা ছিল।

ইউএনওর ওপর হামলা: গ্রেফতার দুজনই যুবলীগের

দিনাজপুরের ঘোড়াঘাট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) সরকারি বাসভবনে প্রবেশ করে ইউএনও ওয়াহিদা খানম ও তার বাবাকে গুরুতর জখম করার অভিযোগে দু’জনকে গ্রেফতার করেছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী।

শুক্রবার ভোরে হাকিমপুর, বিরামপুর ও ঘোড়াঘাট থানা পুলিশ এবং র্যাব রংপুর-১৩ এর একটি দল যৌথভাবে অভিযান চালিয়ে শুক্রবার ভোর ৪টা ৫০ মিনিটের দিকে হিলির কালিগঞ্জ এলাকায় বোনের বাড়ি থেকে আসাদুল ইসলামকে এবং জাহাঙ্গীর আলমকে তার নিজ বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে। তাদেরকে রংপুরে র্যাব-১৩ এর কার্যালয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। গ্রেফতার জাহাঙ্গীর আলম (৪২) উপজেলা যুবলীগের আহ্বায়ক এবং আসাদুল ইসলাম (৩৫) উপজেলা যুবলীগের সদস্য।

হাকিমপুর থানার ওসি ফেরদৌস ওয়াহিদ জানান, আসাদুল ইসলাম ঘোড়াঘাট উপজেলার সাগরপুর গ্রামের এমদাদুল হকের ছেলে।

অপরদিকে জাহাঙ্গীর আলম ঘোড়াঘাট উপজেলা রানিগঞ্জের আবুল কালামের ছেলে বলে জানিয়েছেন ঘোড়াঘাট থানার ওসি আমিরুল ইসলাম।

জানা গেছে, জাহাঙ্গীর আলম ঘোড়াঘাট উপজেলা যুবলীগের আহ্বায়ক এবং আসাদুল ইসলাম আহ্বায়ক কমিটির সদস্য। তাদের বিরুদ্ধে টেন্ডারবাজী, চাঁদাবাজীসহ বিভিন্ন অপকর্মের অভিযোগ রয়েছে।

আরও জানা যায়, জাহাঙ্গীর আলম ঘোড়াঘাট উপজেলা যুবলীগের সভাপতি ছিলেন। ২০১৭ সালে কমিটি ভেঙে দিয়ে আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়। সেই কমিটিতে জাহাঙ্গীর আলম আহ্বায়ক হন।

পুলিশ জানায়, বুধবার দিবাগত রাত তিনটায় দুষ্কৃতকারীরা ঘোড়াঘাট উপজেলা পরিষদ চত্বরে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ওয়াহিদা খানমের সরকারি বাসভবনে প্রবেশ করে। হত্যার উদ্দেশ্যে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও তার বাবা ওমর আলীকে কুপিয়ে ও হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করে গুরুতর জখম করে।

এ ঘটনায় বিভাগীয় কমিশনার (সার্বিক) জাকির হোসেনকে আহ্বায়ক করে তিন সদস্যবিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছেন রংপুর বিভাগীয় কমিশনার। কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন- রংপুর ডিআইজির একজন প্রতিনিধি এবং দিনাজপুরের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আসিফ মাহমুদ।

এছাড়া হামলার ঘটনায় ওয়াহিদা খানমের ভাই শেখ ফরিদ বাদী হয়ে বৃহস্পতিবার রাতে ঘোড়াঘাট থানায় একটি মামলা করেছেন।

সূত্র- জাগো নিউজ